যুগান্তর

তারিখ ... 15 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি

> এদের বিরুদ্ধে শাস্তির সুপারিশযুক্ত ফাইলটি পর্যন্ত এরা এক বছর ধরে ঠেকিয়ে রেখেছিল মন্ত্রণালয়ে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো অনিয়ম, দুর্নীতি আর অব্যবস্থাপনার কারণে বলা যায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৬৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে দেশের পিছিয়ে পড়া উপজেলাগুলোর ৩১০টি মডেল স্কুল স্থাপনের প্রকল্পে। মডেল স্কুলগুলোতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও কম্পিউটার সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা, মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ ও নতুন ভবন নির্মাণ প্রভৃতি কাজে বলা যায় প্রতি পদে পদে দুর্নীতি হয়েছে। এমনকি নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী এ দুর্নীতির অভিযোগে বছরাধিক সময়ে এ প্রকল্পের কাজ বন্ধ ছিল। আর প্রকল্পের এ অবাধ দুর্নীতির বিষয়টি শেষ পর্যন্ত দুর্নীতি দমন কমিশন পর্যন্ত গড়িয়েছে। টেন্ডারে ঠিকাদারের সরবরাহকৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও কম্পিউটার সরঞ্জামাদি টেন্ডারের নমুনা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়েছে কিনা, এটি যে প্রকল্প পরিচালকের দেখার কথা তিনি দেখেছেন স্কুলগুলো মালামাল গ্রহণ করে 'বুঝে পেয়েছি' বলে যে প্রত্যয়নপত্র দিয়েছে সেই মুচলেকা। সবকিছু মনে হবে একেবারে— 'ধোয়া তুলসীপাতা'— এমনই সূক্ষ্ম ও অবাধনিশ্চিতামূলক দুর্নীতি!

উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মান-উন্নয়নের লক্ষ্যে সেকায়েপ প্রকল্পে শিক্ষকদের ভুয়া প্রশিক্ষণের নামে অর্থ-লোপাট করা হয়েছে, লোপাট করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকাও। এ প্রকল্পের ৩৫ সেমিনারি কেনাকাটায় দুর্নীতির অভিযোগেই ওএসডি হয়েছেন প্রকল্প পরিচালকসহ ৫ জন কর্মকর্তা। দুর্নীতিতে উন্নতির চরম পরাকাষ্ঠা বটে। এরা এমনই 'উন্নত দুর্নীতিবাজ' যে, এদের বিরুদ্ধে শাস্তির সুপারিশযুক্ত ফাইলটি' পর্যন্ত এরা এক বছর ধরে ঠেকিয়ে রেখেছিল মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন বন্ধ করে দেবে বলে চাপ দেয়ায় তারা ব্যর্থ হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ দুর্নীতিবাজদের একজন আবার একটি আরও উচ্চতর পদে আসীন হয়েছেন শিক্ষা ক্ষেত্রে এসব দুর্নীতিবাজ ভেতর থেকে শিক্ষাকে ঘুণের মতো কাটছে। ঘুণে কাটা এ শিক্ষা-ক্ষতির পরিমাণটি কী তা আমরা এখনও বুঝতে পারছি না, তবে সেটা যে অপূরণীয় হবে তাতে সন্দেহ নেই। অপরদিকে দুর্নীতি চলছে অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও। বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজে চলছে অনিয়ম। ত্রুটিপূর্ণভাবে ইডেন কলেজের ১০ তলা ভবন নির্মাণ চললেও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল একাডেমিক ভবনের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম তলা নির্মাণের টেন্ডার আহ্বান সত্ত্বেও ঠিকাদার পাওয়া যায়নি। ঠিকাদাররা টেন্ডারে অংশ নেননি, তাদের একজন জানিয়েছেন, ২০১৩ সালে এসে তাদের ২০০৮ সালের রেট শিডিউল অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব নয়। কারণ বর্তমানে সব নির্মাণসামগ্রীর দাম বেড়েছে। পাশাপাশি নানা ধরনের অবৈধ দাবির যোগানও মেটাতে হয় তাদের।

অবকাঠামো উন্নয়নের কাজে সরকারের উন্নয়ন সংস্থাগুলোর হালনাগাদ রেট শিডিউল থাকে। বাজারের হালনাগাদ নির্মাণসামগ্রীর মূল্য বিবেচনায় এটি প্রণীত হয়। গণপূর্ত বিভাগ, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট প্রভৃতি তাদের ২০১৩ সালের রেট শিডিউল হালনাগাদ করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৮ সালের রেট শিডিউলেই টেন্ডার আহ্বান করছে। ফলে ঠিকাদাররা টেন্ডারে অংশ নিচ্ছে না। কেননা পাঁচ বছর পেছনের শিডিউল রেটে কাজ করতে গেলে তারা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। ২০০৮ সালের রেট শিডিউলে যারা কাজ করবেন তারা কোনোভাবেই মানসম্মত কাজ করতে পারবেন না। ২০০৮ সালের রেটে কাজ করলে সেসব ভবন স্থাপনা জগন্নাথ হলের মতো ধসে পড়বে। শিক্ষা ক্ষেত্রের ভেতরের দুর্নীতি আর বাইরের এসব অব্যবস্থাপনা দূর করার জরুরি পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।